প্রথম আলো

তারিখ ... 2 JUN ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগের ২১ কর্মীর বিচার শুরু

আদালত প্রতিবেদক ●

বিশ্বজিৎ দাস হত্যার ছয় মাস পর গতকাল রোববার এই মামলার আসামি ছাত্রলীগের ২১ কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। ঢাকার মহানগর দায়রা জজ জহরুল হক অভিযোগ গঠন করে ১৩ জুন সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেছেন।

অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে বহুল আলোচিত এই হত্যা মামলার বিচারকাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলিরা।

অভিযুক্ত ২১ আসামির মধ্যে আটজন গ্রেপ্তার আছেন। বাকি ১৩ জন এখনো পলাতক। মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি শাহ আলম তালুকদার *প্রথম আলোকে* বলেন, পলাতক ১৩ জনকে বিচারের মুখোমুখি হতে এবং আদালতে হাজির হওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা হাজির হননি। তাই তাঁদের অনুপস্থিতিতেই বিচার চলবে।

বিশ্বজিৎ হত্যা

পলাতক ১৩ জনের অনুপস্থিতিতে বিচার চলবে

গতকাল অভিযোগ গঠনের সময় গ্রেপ্তার থাকা আট আসামি রফিকুল ইসলাম ওরফে শাকিল, মাহফুজুর রহমান ওরফে নাহিদ, রাশেদুজ্জামান ওরফে শাওন, এমদাদুল হক, কাইয়ুম মিঞা, এইচ এম কিবরিয়া, সাইফুল ইসলাম ও গোলাম মোস্তফাকে আদালতে হাজির করা হয়। এই আটজনের মধ্যে প্রথম চারজন বিশ্বজিৎ হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে ইতিপূর্বে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দিতে তাঁরা বলেছেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের উপস্থিতিতে তাঁরা বিশ্বজিতের ওপর হামলা করেন। তাঁদের দাবি, রাজন তালুকদার প্রথমে বিশ্বজিৎকে কোপানো শুরু করেন। তা দেখে অন্যরা মারতে শুরু করেন।

গত বছরের ৯ ডিসেম্বর সকালে পুরান ঢাকার দর্জি দোকানি বিশ্বজিৎকে (২৪) প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ওই দিন বিরোধী দলের

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ছাত্রলীগের ২১ কর্মীর বিচার শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। তখন অবরোধ প্রতিরোধে মাঠে নামা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিরোধীদলীয় কর্মীদের ধাওয়া দেন। তাতে আতঙ্কিত হয়ে পথচারী বিশ্বজিৎ দৌড়ে পার্কের উত্তর পাশের একটি ডেন্টাল ক্লিনিকে (দোতলায়) আশ্রয় নেন। পিছু ধাওয়া করে ছাত্রলীগের কর্মীরা দোতলায় উঠে বিশ্বজিৎকে ধরে চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপান এবং রড ও লাঠি দিয়ে পেটান। সেখান থেকে মারতে মারতে নিচে নামিয়ে আবার তাঁকে চারদিক ঘিরে বর্বর নির্যাতন চালানো হয়। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রের কর্মীরা ছাত্রলীগের হামলার এই দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেন, যা পরে প্রচার করা হয়।

শুরুতে বিশ্বজিৎ হত্যার আসামিদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখায় পুলিশ। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে গণমাধ্যমে প্রচারিত ছবি দেখে শনাক্ত করে সাতজনকে এবং সর্বশেষ গত ২৬ মে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়াদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ভিডিওচিত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বজিতের ওপর হামলায় জড়িত হিসেবে ২১ জনকে চিহ্নিত করা হয়। তাঁরা সবাই ছাত্রলীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী। তাঁদের বিরুদ্ধে গত ৫ মার্চ আদালতে অভিযোগপত্র দেয় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

এই মামলার পলাতক ১৩ আসামি রাজন তালুকদার, ইউনুস আলী, কাইয়ুম ওরফে টিপু, পাভেল, তমাল, আলাউদ্দিন, ইমরান হোসেন, তাহসিন, আলাউদ্দিন, মিমন, আল আমিন, ওবায়দুল কাদের ও আজিজের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে গ্রেপ্তারি ও ক্রোকি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। কিন্তু পুলিশ এখনো তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি।